

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭

ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : www.wbcuta.org

সার্কুলার- ১৩/২০১৯

তারিখ : ০৬ - ১১ - ২০১৯

কনভেনর প্রাইমারী ইউনিট,/ সম্পাদক জেলা কমিটি

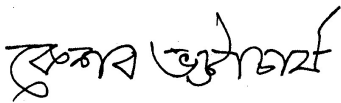
-----কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় সাথী,

৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রাক্কালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতিমধ্যেই আপনারা অবগত হয়েছেন গত কাল (৫-১১-২০১৯) রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত সভায় ইউ.জি.সি. এবং এ.আই.সি.টি.ই-র সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ আমাদের রাজ্যে চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। সমিতির পক্ষ থেকে আমরা এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছি। পাশাপাশি ইউ.জি.সি. এবং এ.আই.সি.টি.ই-র সুপারিশ অনুযায়ী নয়া এই বেতনক্রম ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে লাগু করার পরিবর্তে ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় রাজ্যের হাজার হাজার অধ্যাপক বন্ধু আর্থিকভাবে বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নয়া এই বেতন কাঠামোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন ২০১৬ সালে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকরাও। বন্ধুরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন আমাদের রাজ্যে এর আগে ১৯৮৬, ১৯৯৬ এবং ২০০৬ সালে নানান আন্দোলন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে সমর্থ হয়েছিলাম এবং ইউ.জি.সি. এবং এ.আই.সি.টি.ই-র সুপারিশ সম্পূর্ণ রূপে লাগু হয়েছিল।

এমতাবস্থায়, ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ইউ.জি.সি. এবং এ.আই.সি.টি.ই-র সুপারিশ অনুযায়ী সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশে ‘Actual Effect’ দেওয়ার পরিবর্তে ‘Notional Effect’ দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ আপনারা সারা রাজ্যব্যাপী কর্মবিরতি কর্মসূচীতে সামিল হোন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রস্তাবিত কর্মসূচী সফল হবে এই প্রত্যাশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে



(কেশব ভট্টাচার্য)

সাধারণ সম্পাদক

মোবাইল নং ৯৮৩০০২১৭৯৪